শ্রীসূতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—"হে শৌনক! এই শ্রীভাগবতপুরাণ সর্ব্ববেদতুল্য। ইহাতে প্রতি পদে শ্রীহরিচরিত বর্ণিত আছেন। কবিকুলমুকুটমনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কলিহত জীবের কল্যাণার্থে এই শ্রীভাগবত-পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন।" এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য সূচনার জন্যই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের কর্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৫৬ ॥

যথা বা নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব্যসংযুতমিত্যাদৌ। অত্র শ্রীশুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতত্বেন পরমসুখদত্বমুক্তম্। এতদুপলক্ষত্বেন শ্রীলীলাশুকাদ্যা-বির্ভাবিত কর্ণামৃতাদিগ্রন্থা অপি ক্রোড়ীকর্ত্তব্যাঃ। অথ মহৎকীর্ত্তমানং যথা—স উত্তমঃ শ্লোকমহন্মুখচ্যুতো ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিল। স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥ ২৫৭ ॥

ন কাময়ে নাথ তদপীত্যাদিপূর্ব্বোক্তানুসারাৎ স্বসুখাতিশয়েন কৈবল্যসুখতিরস্কারী মহতাং মুখান্ বিগলিতো ভবৎপদাম্ভোজমাধুর্য্যলেশস্যাপি সম্বন্ধী শব্দাত্মকোঽনিলো বিস্মৃতপরমতত্ত্বাত্মকত্বদীয়জ্ঞানানামস্মাকং তদীয়াং স্মৃতিমপি যচ্ছতি। তস্মাৎ তথাবিধস্য তস্য পরমসাধ্যসাধনাত্মকত্বাদলেমন্যৈর্বরৈরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২০ ॥ পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥ ২৫৭ ॥

অথবা "নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংবুতং।
পিবত ভাবগতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ১।১।৩ ॥

যে শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পতরুর ফলরূপ, যাহা শ্রীশুকমুনির মুখ হইতে শিষ্যানুশিষ্যাদিরূপ পল্লবপরম্পরায় ধীরে ধীরে অখণ্ডরূপে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ, অতএব যাহা অমৃতরূপ দ্রবসংযুত, যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুতিতে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া যে রসের সংবাদ প্রদান করিতেছেন, সেই পারমার্থিক রসস্বরূপ; অথচ সাধারণ ফলে যেমন ত্যাজ্যঅস্থি (আঁটি) ও বাকল থাকে, এই শ্রীমদ্ভাগবতফলে ত্যাজ্য অংশ নাই। "হে ভাবুক! হে রসিকগণ! মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া মোক্ষ-কালাবধি রসরূপ সেই শ্রীমদ্ভাগবত ফল বারংবার পান কর।" এই শ্লোকে শ্রীশুকমুখ হইতে বিগলিত বলিয়া রসিক ভক্তগণের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে পরমসুখপ্রদত্ব কথিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত উপলক্ষণে শ্রীলীলাশুক প্রভৃতি কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থও মহাশক্তিপূর্ণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহার হৃদয়ে অনবরত শ্রীহরির স্ফূর্ত্তি আছেন, তিনিই মহৎ। এবং তাঁহার কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত ও কীর্ত্যমান গ্রন্থ আস্বাদনে প্রচুর মাধুর্য্য ও শক্তি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত যে মহৎ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত, সেই বিষয়ে ৪।২০।২৫ শ্লোকে পৃথু মহারাজের বাক্য প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছেন—

স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো ভবৎ পদাম্ভোজ সুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনবিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥